অর্ণব সেন

উত্তরবঙ্গে এলাকা নির্দেশ–সহ বহু প্রয়োজনীয় তথ্য আছে। লেখকের চূড়ান্ত বক্তব্য, মনে হচ্ছে আগামীদিনে উত্তরবঙ্গে বাংলাভাষী মানুষের ঘরের কথ্য ভাষা হবে কামরূপী অথবা বাবুবাংলা এবং বাইরের কথ্য ভাষা হবে স্থানীয় উচ্চারণবিশিষ্ট চলিত বাংলা। আর এখানকার একমাত্র লেখ্য বাংলা হবে চলিত বাংলা উপভাষা

বই তরণী

উত্তরবঙ্গের ভাষা সমীক্ষা

উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের ভিতরেই একটি অঞ্চল, রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকে রাজ্যেরই একটি অংশ। তবে ইংরেজ শাসনকাল থেকে এখন পর্যন্ত 'উত্তরবঙ্গ, উত্তর বাংলা' বা 'নর্থ বেঙ্গল' শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাগার, পরিবহণ, ব্যাংক, সরকারি–বেসরকারি নানা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে। প্রকৃতপক্ষে উত্তরবঙ্গ নামটির ভিতর দিয়ে এক বিশেষ এলাকার স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ও মহিমা ঘোষিত হয়েছে। রতন বিশ্বাস সম্পাদিত 'উত্তরবঙ্গের ভাষা ও স্থাননাম' নামক বিশাল গ্রন্থটির মধ্যে ৮০০ পাতার এক অভিনব বৈচিত্রপূর্ণ ভাষাসমীক্ষা ভাষাপ্রেমিক ও ভাষাসমীক্ষকদের মুগ্ধ করবেই।

উত্তরবঙ্গের বর্তমান (২০১৮) সাতটি জেলার আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে বহু বছর ধরেই ছোটবড় নানা বই ও প্রবন্ধ লেখা হয়েছে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায়। তবে রতন বিশ্বাস সম্পাদিত গ্রন্থটির ব্যপ্তি, বিশালতা ও গভীরতা এখনও পর্যন্ত অদ্বিতীয় তা বলতে দ্বিধা নেই।

বর্তমান গ্রন্থটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনানির্ভর একটি প্রয়াস। ১৯৬১ সালে সেন্সাসকালে শুধু জলপাইগুড়ি জেলায় ১৫১টি মাতৃভাষার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই সমগ্র উত্তরবঙ্গে প্রায় ২০০–র কাছাকাছি ছোটবড় মাতৃভাষার অস্তিত্ব তখন থাকলেও অধুনা তার অনেকগুলিই হারিয়ে গিয়েছে বিশ্বায়নের পাশাপাশি নগরায়ণের ফলে। উত্তরবঙ্গের চা–বলয় ও প্রান্তিক এলাকায় ভাষা বৈচিত্রের প্রধান কারণ (১) বন কেটে বসতি স্থাপন (২) চা বাগিচার বিস্তার (৩) রেললাইন ও রাস্তাঘাট নির্মাণ (৪) জীবিকার সন্ধানে অভিবাসন (৫) এ ছাড়াও আছে অপ্রধান কিছু কারণ। প্রকৃতপক্ষে উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাসে ভারতীয় আর্য, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক এবং মঙ্গোলীয় – এই চারটি প্রধান ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের উপস্থিতি ও সেইসঙ্গে সামান্য বিদেশি ভাষাগাষ্ঠীর মানুষের অবস্থান উত্তরবঙ্গকে এক বহু ভাষাভাষী এলাকা (Multi-Lingual Area) করে তুলেছে। এইসঙ্গেই বলতে হয় এখানকার প্রকৃতি ও বিচিত্র জনজাতি একটা ভিন্ন 'সাংস্কৃতিক বাস্তুতন্ত্র' (Cultural Ecology) তৈরি করেছে। ভাষাকে তা প্রভাবিত করে।

সম্পাদক রতন বিশ্বাস তাঁর ভাষাসমীক্ষার প্রয়োজনে কমবেশি পঞ্চাশজন লেখক, গবেষক বা সমীক্ষকের রচনা সংকলিত করেছেন। এইসব রচনাকারদের সহায়তায় উত্তরবঙ্গের পার্বত্য বঙ্গ থেকে মধ্য–উত্তরবঙ্গ তথা দুই দিনাজপুর এবং মালদহ পর্যন্ত এলাকার বহু বিচিত্র আঞ্চলিক ভাষাগুলি সম্পর্কে সমীক্ষা সংকলিত করেছেন সম্পাদক। গ্রন্থটির তিন পর্ব – (১) প্রথম পর্বে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা বিষয়ের আলোচনা সংকলিত। (২) দ্বিতীয় পর্বে আছে জেলাভিত্তিক স্থাননাম (৩) তৃতীয় পর্বে আছে আঞ্চলিক লোকায়ত ভাষার লোকায়ত শব্দকোষ। সামগ্রিক বিচারে উত্তরবঙ্গের বহু বিচিত্র জাতি–জনজাতির লুপ্তপ্রায় আঞ্চলিক ভাষাগুলির বহুমুখী সমীক্ষা। ভাষাবিষয়ক যে স্বতন্ত্র লক্ষণগুলি নিঃশব্দ প্রস্থানের পথে (Silent Departure) সেগুলি উদ্ধারের একটি সচেতন এবং আগ্রহী প্রয়াস এই সংকলনগ্রন্থে লক্ষণীয়।

প্রথম পর্বে নির্মল দাশ লিখেছেন 'উত্তরবঙ্গের ভাষা' এবং এই প্রবেশিকা নিবন্ধে উত্তরবঙ্গে এলাকা নির্দেশ–সহ বহু প্রয়োজনীয় তথ্য আছে। লেখকের চূড়ান্ত বক্তব্য, 'মনে হচ্ছে আগামীদিনে উত্তরবঙ্গে বাংলাভাষী মানুষের ঘরের কথ্য ভাষা হবে কামরূপী অথবা বাবুবাংলা এবং বাইরের কথ্য ভাষা হবে স্থানীয় উচ্চারণবিশিষ্ট চলিত বাংলা। আর এখানকার একমাত্র লেখ্য বাংলা হবে চলিত বাংলা উপভাষা।'

বিমলেন্দু দাম সুদীর্ঘকাল গারো ভাষা নিয়ে গবেষণা করছেন। তাঁর 'গারো ভাষার রূপরেখা' ভাষাবিজ্ঞাননির্ভর বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা। আবার বাংলার পাশাপাশি তুলনামূলক বিচারও বলা যায়। লেখার শেষে গারো ভাষার কৃত ঋণ শব্দতালিকাও সংযোজিত।

নিমাইচন্দ্র ঝা 'মৈথিলী ভাষাতত্ত্ব' নিয়ে বেশ বড় মাপের প্রবন্ধ লিখেছেন। মৈথিলী ব্যাকরণ, শব্দভাণ্ডার, তুলনামূলক বিচারের বাংলা ও মৈথিলীর মিল–অমিল ইত্যাদি বিষয় আলোচিত।

মতিলাল কিস্কু বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক ও গবেষক, সাঁওতালি তাঁর মাতৃভাষা। সুদীর্ঘ ২৪ পাতার প্রবন্ধে তিনি সাঁওতালী ভাষা বিষয়ে এক নিবিষ্ট আলোচনা করেছেন। ব্যাকরণ, বর্ণমালা এবং বাংলার সঙ্গে তুলনাও করেছেন। প্রবন্ধটির নাম 'প্রসঙ্গ ঃ সাঁওতালী ভাষা'।

সমীর চক্রবর্তী আলোচনা করেছেন চা–বলয়ের ঐক্যবিধায়ক ভাষা বা সংযোগকারী মিশ্র ভাষা 'সাদরি ভাষার রূপরেখা'। আবার সুধীরকুমার বিষ্ণুর গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ 'কামরূপী উপভাষা'। সুস্মিতা সিকদারের নিবন্ধ 'জলপাইগুড়ি জেলার টোটো উপজাতি ও তাদের কথ্য ভাষা'। সুভাষ রায়চৌধুরীর লেখাটির নাম 'দুই দিনাজপুর জেলার ভাষাগত অঞ্চলবিভাগ ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য' ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধটি গবেষককে সাহায্য করবে।

যশ ইয়নজন ও জি.পি. শর্মার প্রবন্ধ 'নেপালি ভাষার রূপরেখা'। সুবোধ যশ লিখেছেন 'বাংলা ও নেপালি ভাষার পদবিভাগ – একটি তুলনামূলক আলোচনা।' 'চাঁই ভাষার রূপরেখা' – লিখেছেন সুনীলচন্দ্র মণ্ডল এবং 'রাভা ভাষার রূপরেখা'–র লেখক সুনীল পাল। উপেন রাভা হাকাচাম 'রাভা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' করেছেন। দীপককুমার রায় দু'টি লেখা লিখেছেন – 'বাংলা ভাষায় ভোটবর্মী উপাদান' এবং 'ময়নাগুড়ি থানার রাজবংশী কথ্যভাষা'। রতন বিশ্বাস ও পরিতোষ চাকলাদার লিখেছেন 'ধিমাল ভাষা'। 'টোটো ও ধিমাল ঃ ভাষাতাত্ত্বিক তুলনা'–র লেখক মৃত্যুঞ্জয় মৈত্র। বিশ্বজিৎ রায়ও লেখেছেন – 'ধিমাল জনজাতির ভাষা'।

বিমলেন্দু মজুমদার নানা আঞ্চলিক ভাষার গবেষক ও সমীক্ষক। তাঁর লেখাটির নাম 'জলপাইগুড়ি জেলায় বাংলা ভাষার নিকটবর্তী অন্যান্য ভাষা'। 'হাজং উপভাষা'র লেখক উপেন রাভা হাকাচাম। 'রাজবংশী সমাজের নারী ভাষা'–র লেখক শিবতপন বসু। প্রণয় কুমার কুন্ডু লিখেছেন 'দার্জিলিং জেলার কথ্যভাষার প্রাথমিক পরিচয় '। বক্সার ডুকপাদের ভাষা নিয়ে লিখেছেন সুধীরকুমার বিষ্ণু। ডোমনি গান নিয়ে লিখেছেন সুবোধ চৌধুরী। 'বরেন্দ্রভূমির ভাষা'–র লেখক আবদুর রহীম খোন্দকার। রংপুরের ভাষা নিয়ে লিখেছেন মুহম্মদ আলীমউদ্দিন। 'মালদহের খুট্টা ভাষা'–র লেখক পিনাকীরঞ্জন ঝা। মুন্ডারী ভাষা নিয়ে লিখেছেন ধনঞ্জয় রায়। সূর্যাপুরী ভাষা নিয়ে লিখেছেন নিশিকান্ত সিনহা। উজ্জ্বলকুমার বসুমাতা 'বাংলা বোড়ো ভাষায় পারস্পরিক সম্পর্ক' লেখাটির লেখক।

'শেরশাবাদিয়া জনগোষ্ঠীর ভাষা ও শব্দকোষ'–এর লেখক আবদুস সামাদ। ইসলামপুরের কৈথী ভাষা নিয়ে রণজিৎ হালদার, উত্তর দিনাজপুরের গুঁরি ভাষা নিয়ে সমিতকুমার সাহা এবং 'জলদা জনজাতির ভাষা'–র লেখক দীপককুমার রায়। খেড়িয়া–শবর ভাষা নিয়ে প্রশান্ত রক্ষিত, কোটিবর্ষীয় লোকভাষা নিয়ে লিখেছেন রাধামোহন মোহান্ত। কুরুখ ভাষা নিয়ে আশা ফিরদৌসী, লিম্বু ভাষা নিয়ে লিখেছেন গৌতম ঘোষ। প্রমোদ নাথ ডুয়ার্সে মালপাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ভাষার লেখক'। 'লেপচা ভাষা'–র লেখক কে পি তামসাঙ। রতন বিশ্বাস 'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভাষার অঞ্চলভিত্তিক বৈচিত্র্য' এবং 'উত্তরবঙ্গের ভাষার লিপি' – দু'টি প্রবন্ধ লিখেছেন। মীর রেজাউল করিম উত্তর মালদহের ভাষা এবং কার্তিকচন্দ্র বাআঁদা লিখেছেন কোল (হো) ভাষা নিয়ে।

বইটির দ্বিতীয়পর্বে কোচবিহার–দার্জিলিং–জলপাইগুড়ি–আলিপুরদুয়ার–দুই দিনাজপুর ও গৌড়বঙ্গের স্থাননাম আলোচিত। তৃতীয় পর্বে ৫৭টি ভাষার প্রায় কুড়ি হাজার লোকায়ত শব্দ সংকলিত হয়েছে। স্থাননাম সংকলকদের মধ্যে আছেন বিমলেন্দু দাম, জহর সেন, দিলীপ বর্মা, সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বৃন্দাবন ঘোষ।

৮০০ পাতার এই সংকলন গ্রন্থটি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য অজস্র ধন্যবাদ সম্পাদককে। অন্তরের আবেগ ছাড়া এমন শ্রমসাধ্য ও কঠিন কাজ নিষ্পন্ন করা সম্ভব নয়। ধন্যবাদের পাত্র প্রকাশক অমর ভারতীও।

উত্তরবঙ্গের ভাষা ও স্থাননাম ঃ সম্পাদনা রতন বিশ্বাস। অমর ভারতী। ৯৫০ টাকা